আজকের কাগজ

তারিখ 19 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

গাইবান্ধা ছিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

গাইবান্ধা সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ২ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৪ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ ও ছাত্রদের ১০ দফা দাবিতে দেড়মাস যাবৎ মাদ্রাসার ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। ফলে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১২/৯/৯২ ইং তারিখে দাখিলকৃত ৩ সদস্যবিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ হিসেব নিরিক্ষণ রাশিটির রিপোর্ট উক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মকবুল হোসেনসহ ২ জনশিক্ষকের বিরুদ্ধে ২০টি দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পেশ করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয় ৩ লাখ ৬ হাজার ৯শ' ৭০ টাকা সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন খাত থেকে মাদ্রাসার আয় হয়। অথচ মকবুল হোসেন উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে কিংবা ব্যাংকে জমা না দিয়ে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন খাতে ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অপরদিকে মাদ্রাসার ২৭ বিঘা আবাদী জমি ১৯৮৪ সালে ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষক আব্দুল মোত্তালিব সাহেবকে বর্গা দেন। মোত্তালিব সাহেব ও এ পর্যন্ত মাদ্রাসার তহবিলে মাত্র ১০ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। অথচ ৯ বছরে উক্ত সম্পত্তির বর্গা হিসেব অনুযায়ী ৫শ' ৪০ মণ ধান যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু বাকি টাকা আজ পর্যন্ত মাদ্রাসার ফান্ডে জমা হয়নি।

এছাড়া উক্ত মোত্তালিব হোসেন কামিল শ্রেণী খোলার জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে উৎকোচ ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৫০ হাজার টাকা মাদ্রাসা ফাণ্ড থেকে উত্তোলন করলেও অদ্যাবধি কামিল শ্রেণী খোলা হয়নি। উপরন্তু কামিল শ্রেণীতে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হলেও তারা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি। ফলে তাদের লেখাপড়া। অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

এদিকে ছাত্রদের অভিযোগে জানা গেছে, ছাত্র বেতন এবং বিভিন্ন অনুদান বাবদ ১৯৮৪-৯২ ইং পর্যন্ত ৯ লাখ ৭২ হাজার টাকা মাদ্রাসার আয় হয়। যার অধিকাংশ অর্থই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ২ জন শিক্ষক এবং প্রাক্তন সেক্রেটারী আত্মসাৎ করেছে। ছাত্ররা মাদ্রাসার বিভিন্ন দূর্নীতির প্রতিবাদে গত ২৯ আগষ্ট থেকে আজ পর্যন্ত ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছে। গাইবান্ধা থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস জুয়েল।